৫

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 28 MAY 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

পরীক্ষায় নকল ॥ ঘিরায় ক্ষেত খায় অবিরাম

মাজহারউল মান্নান

সম্প্রতি নতুন করে এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে পরীক্ষা পিছানোর দাবিতে পরীক্ষার্থীরা আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তোলার প্রয়াস পাচ্ছে। নিয়মানুযায়ী শুরুতে বোর্ড কর্তৃপক্ষ কিছু বলবে না, মুখে তালা এঁটে রাখবে। পরে কয়েক দফা মিছিল-মিটিং, সংঘর্ষ-ভাঙচুরের পর পরীক্ষার্থীদের দাবিই প্রতিষ্ঠিত হবে। এসব পুরনো কাসুন্দি নতুন করে ঘাঁটার ইচ্ছে নেই। আমার আজকের প্রসঙ্গ ভিন্ন।

ব্যাপকতা ও স্বতন্ত্র গুরুত্বের কারণে এসএসসি পরীক্ষাই এদেশের জনজীবনকে স্পর্শ করে বেশি। তাই পরীক্ষার শুরু থেকে দেশের সংবাদপত্রগুলো অতীব গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করে এতদসংক্রান্ত খবরাখবর। এবারও পরীক্ষার হল থেকে বস্তা বস্তা নকল উদ্ধার, হাজার হাজার পরীক্ষার্থী বহিষ্কার, কেন্দ্রের বাইরে থেকে লেখা উত্তরপত্র সরবরাহ, দায়িত্বে নিয়োজিত হল পরিদর্শকদের নিষ্ক্রিয়তা, পরীক্ষার্থীকে নকল দিতে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক শিক্ষক বহিষ্কার ইত্যাদি সংবাদ সবিস্তারে প্রকাশিত হয়েছে কাগজের পাতায়। বলাবাহুল্য, এসব সংবাদচিত্র শুধু এসএসসি পরীক্ষারই নয়, অন্যান্য পাবলিক পরীক্ষার বেলায়ও এমনি অজস্র সংবাদ পরিবেশিত হয় নিরাসক্তভাবে। এসব সংবাদ এখন সকলের কাছে সহজ ঘটনা। এ নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামায় না কেউ। বরং পরীক্ষার হলে সন্তান প্রসব, পরীক্ষা দিতে এসে যুগল উধাও, বহিষ্কৃত হয়ে পরীক্ষার্থীর আত্মহত্যা, পরীক্ষার ফলাফলে মেধা তালিকা হাইজ্যাক, প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক পরীক্ষার ফিসের টাকা আত্মসাৎ ইত্যাদি সংবাদ এখন পত্রিকা পাঠকদের আকৃষ্ট করে বেশি।

তবুও পরীক্ষা সংক্রান্ত যে সংবাদটি সবচেয়ে বেশি পীড়াদায়ক, তা হচ্ছে পরীক্ষার হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নিষ্ক্রিয়তা কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে অসদুপায় অবলম্বনে পরীক্ষার্থীদের সহযোগিতা করা। আর এই অনৈতিক কর্মটি করতে গিয়ে অনেকে কর্তব্যরত প্রশাসনিক কর্মকর্তার কাছে হাতেনাতে ধরা পড়ছেন। সেইসাথে স্বপেশা ও সহকর্মীদের মুখে কলঙ্ককালিমা লেপন করে বহিষ্কৃত হচ্ছেন পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে। সম্প্রতি এসএসসি পরীক্ষার একটি কেন্দ্রে জনৈক মন্ত্রীপুত্রের বাইরে থেকে লেখা উত্তরপত্র সরবরাহ করার অভিযোগকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়েছে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা। কথিত অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহলে এক্ষেত্রেও দেখা যাবে এই ন্যক্কারজনক ঘটনার সাথে জড়িত আছে কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্তদের কেউ না কেউ। অতীত অভিজ্ঞতা অন্তত এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করে।

পরীক্ষায় নকল এখন শুধু একটি সামাজিক সমস্যা নয়, রীতিমতো ব্যাধি। এই ব্যাধি এখন ছড়িয়ে পড়েছে মহামারী আকারে। পরীক্ষায় নকল একসময় সীমাবদ্ধ ছিল গুটিকতক ছাত্রের মধ্যে। তাও সংঘটিত হতো সঙ্গোপনে। কারণ বিষয়টি ছিল অতীব নিন্দনীয়। পরবর্তীকালে নকলপ্রবণতা এমনভাবে বিস্তৃতি লাভ করে যে, বিষয়টির নিন্দনীয়তা প্রতিযোগিতায় পর্যবসিত হয়। এসময় পরীক্ষাকেন্দ্রে পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে নকল সরবরাহ করার জন্য ছুটোছুটি করতে দেখা যায়। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, শুভার্থী-শুভানুধ্যায়ীদের তো কথাই নেই। পরীক্ষাকেন্দ্র পরিণত হয় প্রদর্শনী মেলায়। সম্প্রতি এই অসহনীয় অবস্থার কিছুটা হলেও উন্নতি হয়েছে। পরীক্ষাকেন্দ্রে আগের মতো আর ছুটোছুটি কিংবা পুলিশের সাথে ধাওয়া-পালটাধাওয়া খুব একটা লক্ষ্যগোচর হয় না। অবশ্য এরপরেও প্রত্যক্ষদর্শীরা অভিযোগ করছেন, 'শুধু বাইরেই ফিটফাট ....' ইত্যাদি। তাঁদের এই অভিযোগ যে পরীক্ষাকক্ষের পরিদর্শক-শিক্ষকদের কর্তব্যে অবহেলা, নিষ্ক্রিয়তা ও পরীক্ষার্থীদের অসদুপায় অবলম্বনে সহযোগিতার প্রতিই ইঙ্গিত করে, তা বুঝতে কারও কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

বর্তমান শতকের ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পরীক্ষার হলে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতি কেউ কল্পনাও করতে পারেননি। নকলের দায়ে পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থী বহিষ্কারের ঘটনা তখনও বিরল ছিল না। কিন্তু সে কাজটি তখন করতেন শিক্ষকরা এককভাবেই। তখন কোন প্রশাসনিক কর্মকর্তা পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁকে পূর্বাহ্নেই সংগ্রহ করতে হতো প্রতিষ্ঠানপ্রধানের অনুমতি। আর এখন একজন ম্যাজিস্ট্রেট পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করেন অপরাধী ধরার তৎপরতায়। তাঁরা এখন শুধু নকলের দায়ে পাইকারী হারে পরীক্ষার্থীই বহিষ্কার করেন না, পরীক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সম্মানিত শিক্ষকদের উপরও খবরদারি করেন। শুধু খবরদারি করেই ক্ষান্ত হন না, কখনও কখনও পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে বহিষ্কার করে শাস্তি বিধানও করে থাকেন। এ ব্যবস্থা যে শিক্ষক সম্প্রদায়ের জন্য কতটা মর্যাদাহানিকর, তা না বোঝার মতো কাণ্ডজ্ঞানের অভাব কোন শিক্ষকেরই আছে বলে মনে হয় না। অবশ্য প্রশাসনিক কর্মকর্তারাও যে এই অপ্রীতিকর কাজটি স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে করেন, এমন অভিযোগ করারও উপায় নেই। কখনও কখনও এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, যখন তাঁদের উপস্থিতি শুধু বাঞ্ছিত নয়, স্বস্তিকর বলেও মনে হয়। বস্তুত যার যে দায়িত্ব তা পালনে অবহেলা কিংবা অক্ষমতার কারণে এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

বেশ কিছুদিন আগে কুমিল্লার দাউদকান্দি থেকে জনৈক রতন চন্দ্র দেবনাথ প্রেরিত একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল একটি বিশিষ্ট জাতীয় দৈনিকে। চিঠির বিষয় ছিল ঐ এলাকার একটি পরীক্ষাকেন্দ্রে কর্মরত শিক্ষকদের অনৈতিক কার্যকলাপের অভিযোগ। তিনি তাঁর চিঠির এক পর্যায়ে লিখেছেন, পরীক্ষার হলে পরিদর্শকদের কাজ হলো নকল ধরা কিংবা প্রতিরোধ করা। কিন্তু দেখা গেছে, তারা কেবল গার্ড দেন কখন ম্যাজিস্ট্রেট আসেন। ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তার পরীক্ষাকক্ষে প্রবেশের পূর্ব মুহূর্তে তাঁরা এমন অভিনব কায়দায় হুঁশিয়ারি সংকেত দেন যে, আগন্তুকরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই পরীক্ষাকক্ষ নকলমুক্ত হয়ে যায়। এছাড়া পত্রলেখক পরীক্ষার হলে শিক্ষকদের এমন কিছু কীর্তিকলাপের কথা বর্ণনা করেছেন যা উল্লেখ করলে অনেকের মারাত্মক গাত্রদাহের কারণ হতে পারে। তবে পত্রলেখক মিঃ দেবনাথের অভিজ্ঞতার আয়নায় যদি সংশ্লিষ্টরা নিজেদের মুখ দর্শন করেন, তবে সে মুখ লুকানো ছাড়া তাঁদের উপায় থাকবে না।

বিগত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় একটি পরীক্ষাকেন্দ্রের দায়িত্বে নিয়োজিত জনৈক প্রশাসনিক কর্মকর্তা পরীক্ষার হল পরিদর্শকদের সম্পর্কে উল্লিখিত পত্রলেখকের মতোই ব্যক্ত করলেন তাঁর ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া। তাঁর মতে, ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় নকল করে, অসঙ্গত হলেও তার একটা যুক্তি আছে। কারণ যে কোনভাবে একটা পাস দিতে পারলে এই সমাজে মর্যাদা বাড়ে, ঠিকমতো মামা-দুলাভাই থাকলে এই পাস দিয়ে চাই কি একটা লোভনীয় চাকরিও জুটে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে এ অভিভাবকের স্বার্থও ঠিক একই সমান্তরালে সম্পৃক্ত। কিন্তু একজন শিক্ষক, সমাজে যিনি মানুষ গড়ার কারিগর বলে পরিচিত, তিনি তাঁর নীতি-নৈতিকতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে এই অপকর্মের সহযোগী হন কোন্ স্বার্থে? উল্লিখিত প্রশাসনিক কর্মকর্তার এ যুক্তি ও অভিযোগ সকলে তাঁর মতো একই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবেন, এমন আশা করা যায় না। অপরাধী সে যেই হোক, সবাই তুল্য দণ্ডে বিচার্য। তবুও কোমলমতি একজন পরীক্ষার্থীর অপরাধ এবং পবিত্র পেশায় নিয়োজিত একজন দায়িত্বশীল শিক্ষকের অপরাধ কিছুতেই কি সমান করে দেখা যায়?

পরীক্ষার হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকরা অনেকে তাঁদের সন্তান-সন্ততি আত্মীয়-স্বজন অথবা প্রাইভেট পড়ানো ছাত্র-ছাত্রীদের কখনও নিজে, কখনও সহকর্মীদের মাধ্যমে অসদুপায় অবলম্বনে সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকেন, এ অভিযোগ নতুন নয়। এছাড়াও এমন অনেক শিক্ষক আছেন যাঁরা এসব ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেন না বটে, তবে তাঁদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বও সঠিকভাবে পালন করেন না। বরং ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষক পরীক্ষার হলে নিষ্ক্রিয় থাকেন বলেই সকল মহলের অভিযোগ। অনেকে মনে করেন ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাপক ও বাধাহীন নকলপ্রবণতার জন্য হল পরিদর্শকদের এই নিষ্ক্রিয় ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি দায়ী।

অবশ্য এই নিষ্ক্রিয়তার জন্য শিক্ষকরা যে সবক্ষেত্রে এককভাবে দায়ী-এ কথাও জোর দিয়ে বলা যায় না। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে লক্ষ্য করেছি, অনেক প্রতিষ্ঠানপ্রধান, এমনকি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদের সদস্য কখনও ব্যক্তিস্বার্থে, কখনও গোষ্ঠীস্বার্থে পরীক্ষাকক্ষে শিক্ষকদের নিষ্ক্রিয় থাকার জন্য চাপ প্রয়োগ করে থাকেন। বিশেষ করে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অনেক সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও এসব চাপের মুখে নতি স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। অথচ সেইসব বর্ণচোরা প্রতিষ্ঠানপ্রধান বরাবরই থেকে যান ধোয়া তুলশীপাতা। উদোর পিণ্ডি চেপে বসে বুধোর ঘাড়ে।

পরীক্ষার হলে শিক্ষকদের নিষ্ক্রিয় থাকার আর একটি বড় কারণ হচ্ছে তাঁদের নিরাপত্তাহীনতা। শিক্ষকদের নিরাপত্তার বিষয়টি এক্ষেত্রে অতি অবশ্যই বিবেচনার দাবি রাখেন সন্দেহ নেই। কিন্তু যাঁরা পরীক্ষার্থীদের অপরাধপ্রবণতায় প্রতিনিয়ত সহযোগিতা করে থাকে, তাদের বেলায় এ দাবির যৌক্তিকতা কতটুকু তা ভেবে দেখার বিষয়। তাছাড়া যত বাধাবিপত্তিই আসুক, পরীক্ষা পরিচালন ব্যবস্থায় শিক্ষকের সাহসিকতাপূর্ণ ভূমিকাকে খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নেই। স্বেচ্ছায় যে পেশাকে তাঁরা জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছেন, তার পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব শুধু ঝুঁকির প্রশ্ন তুলে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। অধুনা শিক্ষকদের দুঃখ-দারিদ্র্যের অনেক অবসান হয়েছে, কিন্তু তাঁরা নীতি-নৈতিকতার মর্যাদায় হয়েছেন নির্ধন। সেই হৃত মর্যাদা ফিরে পেতে হলে শিক্ষক সম্প্রদায়কে নিজের দিকেই তাকাতে হবে সবার আগে।